মানবতাবিরোধী অপরাধেরদায়ে শেখ হাসিনা-কামালের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন



সংগৃহীত ছবি

চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করেছেন। আদালতকে সাক্ষীর শাস্তি ও পরিবারগুলোর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কেও প্রস্তাব দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) চিফ প্রসিকিউটর বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ১৪০০ জন নিহত হয়েছেন। একজন হত্যার জন্য একবার মৃত্যুদণ্ড থাকলেও ১৪০০ জনের হত্যার দায়ে শেখ হাসিনার জন্য সমান শাস্তি হওয়া উচিত। তবে আইনের সীমার কারণে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য চরম দণ্ড দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, হত্যাকাণ্ডের পরও শেখ হাসিনা ন্যূনতম অনুশোচনা দেখাননি এবং আন্দোলনকারীদের হত্যার হুমকি দিয়েছেন। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় সক্রিয় ছিলেন, ড্রোন ও হেলিকপ্টার থেকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এবং গ্রাউন্ড পর্যবেক্ষণ করেছেন। এজন্য তারও চরম দণ্ড প্রার্থনা করা হয়েছে।

সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন রাজসাক্ষী হিসেবে তথ্য দিয়েছেন। প্রসিকিউটর আদালতকে আসামিদের সম্পদ থেকে শহীদ ও আহত পরিবারদের ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন।

মামলার যুক্তিতর্ক ১২ অক্টোবর থেকে ৫ দিন ধরে উপস্থাপন করা হয়েছে। চিফ প্রসিকিউটর বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র, সাক্ষীর বিবরণ ও ফোনালাপের মাধ্যমে অপরাধের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। মামলায় ৫৪ সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ এবং জেরা সম্পন্ন হয়েছে। আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ৮,৭৪৭ পৃষ্ঠার, যার মধ্যে তথ্যসূত্র, দালিলিক প্রমাণাদি এবং শহীদদের তালিকা অন্তর্ভুক্ত।